মুজিববর্ষ অগ্রাধিকার
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
www.police.gov.bd

স্মারকনং-৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.১৬.০০৩.২০২১-২৬৮ তারিখ: ১৪/ পৌষ/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৯/ডিসেম্বর/২০২১খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ পুলিশের উত্তম চর্চার (Best Practice) তালিকা প্রণয়ন করে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চার (Best Practice) তালিকা বিভিন্ন ইউনিট/রেঞ্জ/মেট্রোপলিটন পুলিশ হতে সংগ্রহপূর্বক প্রস্তুত করত: বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েব সাইটের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সেবা বক্সের ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন অংশে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৬ পাতা।

২৯/১২/২০২১
(মো: মনিরুজ্জামান)
বিপি-৭৮০৬১১৯৭৩৮
এআইজি (ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাক্টিস)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোন-৮৮০-২-৯৫৬৮২৬১
Email-aiginnov_bp@police.gov.bd

বিতরণ:

এআইজি (আইসিটি-২)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চা:

১. জুম্মার নামাজের প্রাক্কালে মুসুল্লিদের সাথে মত বিনিময় করা: জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন থানা এলাকার মসজিদ সমূহে জুম্মার নামাজের পূর্বে জঙ্গি, মাদক, কিশোরগ্যাং, বাল্যবিবাহ, ৯৯৯ সেবা সংক্রান্ত, চাঁদাবাজ, চোর ছিনতাইকারী, সাইবার ক্রাইম, কোন গুজবে কান না দেওয়া ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়। প্রতি মাসে এ সংক্রান্তে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

ডিএমপি, ঢাকা/নওগাঁ জেলা

২. সিটিজেন চার্টার সংবলিত ব্যানার ও উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের মোবাইল নম্বরের তালিকা দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী সংস্থা। একজন ব্যক্তি থানায় আসলে কি কি সেবা পাবেন, কি প্রক্রিয়ায় এবং কত খরচ ও সময়ে তার কাঙ্খিত সেবা পাবেন তার তালিকা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন থানা সমূহে বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে দেয়া আছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের মোবাইল নম্বর সংবলিত ব্যানার থানা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে জনগণ একদিকে তাদের কাঙ্খিত সেবা সম্পর্কে জানতে পারছে অন্যদিকে কোন হয়রানির স্বীকার হলে দ্রুত তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসারগণকে জানাতে পারছেন।

ডিএমপি, ঢাকা

৩. QMS (Queue Management System) এর ব্যবহারঃ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে এবং পুলিশি সেবা সহজ ও জনবান্ধব করতে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ "জনতার পুলিশ" নামে চালু করেছে অত্যাধুনিক ডিজিটাল সেবা Queue Management System । প্রাথমিকভাবে এটা ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী মডেল থানায় চালু করা হয়েছে। থানায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য, জিডি, অভিযোগ ও অন্যান্য যে কোন বিষয়ে ডিজিটাল টোকেন সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে থানা ভবনে প্রবেশ করে সেবা গ্রহণের জন্য জনসাধারণের মনস্তাত্তিক বাঁধা দূর হয়েছে। এ ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় চালু করা প্রয়োজন।

পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ জেলা

৪. মাতৃদুগ্ধ পান কর্নার স্থাপন: পুলিশ সুপার, বরগুনা জেলা মহোদয় অত্র জেলায় যোগদান করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাতৃদুগ্ধ কর্নার স্থাপন করেন। নারী ও শিশুদের জন্য তৈরি সার্ভিস ডেস্কে আগত দূর দূরান্ত থেকে আসা নারীগণ তাদের সাথে থাকা শিশু সন্তানকে প্রায়ঃশ বুকের দুধ পান করাতে গিয়ে বিপাকে পরতেন। পুলিশ অফিসসহ অন্য কোন অফিসে শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর মতো কোন পরিবেশ ছিলো না। এরূপ কার্যক্রম সারাদেশে এটাই প্রথম যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

পুলিশ সুপার, বরগুনা জেলা

৫. অনলাইনভিত্তিক নিরাপদ বরিশাল প্রচারণাঃ সেবা গ্রহীতাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, অভিযোগ এবং মতামত প্রদানের মাধ্যম সহজীকরণ: অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ হ্রাস ও অপরাধ প্রতিরোধে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাবহার বৃদ্ধি ও জনগণকে পুলিশিং সেবার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিএমপির ফেসবুক পেইজের কার্যক্রম বৃদ্ধি করাসহ 'নিরাপদ বরিশাল' নামক একটি ফেসবুক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে যে কোনো নাগরিক আইন শৃঙ্খলা ব্যত্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রদান, পরামর্শ এবং অভিযোগ জানাতে পারেন। এমনকি কোনো পুলিশ সদস্যর নিকট হতে কাঙ্খিত সেবা না পাওয়ার বিষয়ও এখানে জানাতে পারেন। এ গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্খিত সেবা প্রদানে বিএমপি সদা তৎপর। এ গ্রুপটির কার্যক্রম জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। এছাড়াও 'হ্যালো বিএমপি অ্যাপস' এর মাধ্যমে অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিসহ যে কোনা জিজ্ঞাসা' র নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয় যা পুলিশি সেবাকে জনগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে।

বিএমপি বরিশাল

০৬. BPDMS Software System প্রচলনঃ BPDMS Software এ তাৎক্ষণিকভাবে এফআইআর এন্ট্রি প্রদান, ২৪ ঘন্টার মধ্যে মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা কিংবা কতবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে গমণের সাথে সাথে BPDMS-এ তথ্য পাওয়া যায়। মামলা তদন্তের সকল কার্যক্রম BPDMS এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়। BPDMS এর মাধ্যমে বিট অফিসার/তদন্তকারী অফিসারগণদের তাৎক্ষণিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

০৭. Cyber Crime Unit গঠন: Online ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য, ঢাকা রেঞ্জের প্রত্যেক জেলায় Online ভিত্তিক Cyber Patrolling Team গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে Facebook, বিবিধ Apps সমূহ ব্যবহার করে সংঘটিত ধর্তব্য-অধর্তব্য অপরাধসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, গুজবের মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতি তৈরীর চেষ্টা শুরুতেই নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

০৮. Letter Management System এর ব্যবহার: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ বিভিন্ন ইউনিট থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রাদি (স্মারক সমূহ) রেঞ্জ অফিসে অনলাইন ভিত্তিক Letter Management System এ আনা হয়েছে। মুলতবি থাকা চিঠিপত্রাদি প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে চিহ্নিত করে সকল চিঠিপত্রের সর্বনিম্ন পাঁচ দিনের মধ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, ব্যাকডেটে চিঠিপত্রাদি (স্মারক সমূহ) রিসিভ/ডেসপাস কিংবা অলসভাবে পরে থাকা সমস্ত প্র্যাকটিস বন্ধ করা হয়েছে।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

০৯. Range Office Archive তৈরি: রেঞ্জের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসহ রেঞ্জাধীন সকল জেলা, থানা সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, স্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে রেঞ্জ অফিস আর্কাইভে ধারণ করে রেঞ্জ অফিসকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে রেঞ্জ অফিসের প্রশাসন শাখা, অপরাধ শাখা, অপস এন্ড ইন্টেলিজেন্স সহ অন্যান্য শাখা সমূহের সকল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

১০. Govt. E-mail এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা: রেঞ্জ অফিসে আবশ্যিকভাবে সরকারী মেইল @police.gov.bd ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রেঞ্জাধীন সকল ইউনিট সমূহে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী মেইল @police.gov.bd ব্যবহার সম্প্রসারণ করা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

১১. গ্রেফতারী পরোয়ানার ক্ষেত্রে এক্সেল এর ব্যবহার: জেলার গ্রেফতারী পরোয়ানার পরিসংখ্যানের গড়মিল রোধকল্পে কম্পিউটার মাইক্রোসফট এক্সেল এর মাধমে হিসাব রাখা হচ্ছে।

পুলিশ সুপার,নওগাঁ জেলা

১২. নারী ও শিশু বান্ধব পুলিশি সেবা নিশ্চিতকরণ: জেলার প্রতিটি ইউনিটে বয়স্ক নারী ও শিশুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হয়। আগত দর্শনার্থীদের সাথে কোন শিশু আগমন করলে তাদের চকলেট দেওয়া হয়। যাতে শিশুরা পুলিশ সম্পর্কে ভালো ধারণা পায়।

লালমনিরহাট জেলা/কেএমপি

১৩. নতুন মোবাইল নাম্বার দৃশ্যমান জায়গায় প্রতিস্থাপনঃ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার নিমিত্ত জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর লিফলেট এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার সকল থানা এলাকায় প্রদর্শিত সিটিজেন চার্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ও ভিডিও লিফলেটসহ অন্যান্য স্থানে পূর্বের ফোন নম্বরের স্থলে নতুন ফোন নম্বর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার,লালমনিরহাট জেলা

১৪. পদায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণঃ পদায়নের একটি নীতিমালা রেঞ্জ অফিসে তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য পুলিশ পরিদর্শকদের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) পদে পদায়ন করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় পুলিশ পরিদর্শকদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়নের জন্য বলা হয়েছে।

রংপুর রেঞ্জ অফিস

১৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রচলনঃ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটিসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ অফিসারদের ভিজিট/পরিদর্শন কার্যক্রমে আগামী দিনের রাষ্ট্র ও সমাজের চালিকা শক্তি ছাত্রদেরকে আইন মান্যকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং তারা যেন অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে কিংবা অপরাধের শিকার না হয় সেই বিষয়ে সচেতন করতে বিএমপি এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী করে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পুলিশ অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন/ভিজিট করার লক্ষ্যে থানা ভিত্তিক অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতি নিয়ে প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার অর্থাৎ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ৪ বার ভিজিট করেন। পুলিশ অফিসার নির্ধারিত দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং একটি সমন্বিত ক্লাসে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পুলিশি সেবার বিভিন্ন দিক, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে, তাদের সামাজিক ও নাগরিক ভূমিকাসহ মাদকমুক্ত,

ইভটিজিংমুক্ত সুন্দর নিরাপদ পরিবেশ তৈরীতে তাদের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এই উদ্যেগ সাধারণ মানুষের কাছে প্রশংসনীয় হয়েছে।

বিএমপি বরিশাল

১৬. বিনামূল্যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের বাড়িতে অক্সিজেন সরবরাহঃ করোনাকালীন সময়ে করোনা আক্রান্ত মুমূর্ষু, করোনা রোগীদেরকে বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পুলিশ লাইনস বরিশালে একটি অক্সিজেন বুথ স্থাপন করা হয় এবং এই বুথের মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীদের বাসায় জরুরী ভিত্তিতে পুলিশের নিজস্ব যানবাহনের মাধ্যমে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌছে দেওয়া হয়।

বিএমপি বরিশাল

১৭. বিট পুলিশিং সম্মেলন এবং শ্রেষ্ঠ বিট অফিসার ও সহকারী বিট অফিসারদের পুরস্কার প্রদানঃ বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রতি তিনমাসে একবার ত্রৈমাসিক বিট পুলিশিং সম্মেলন করা হয়। বিট অফিসারদের প্রতিমাসের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক শ্রেষ্ঠ বিট অফিসার ও সহকারী শ্রেষ্ঠ বিট অফিসার নির্বাচন করতঃ পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়। বিট অফিসারদের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিট অফিসার ও সহকারী বিট অফিসারদের মোবাইল ব্যয় ও বিটের যাতায়াত ব্যায় নির্বাহের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত মোবাইল বিল ও মোটর জ্বালানী তেল প্রদান করা হয়। বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের তথ্য সিআইএমএস এ অন্তর্ভূক্তি করা হয়েছে। এছাড়াও বিট পুলিশিং কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য 'বিট পুলিশিং মনিটরিং সেল' গঠন করা হয়েছে এবং এই মনিটরিং সেল নিয়মিতভাবে বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে মনিটরিং করেন।

বিএমপি বরিশাল

১৮. পুলিশ সদস্যদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সহজীকরণঃ যে কোনো নির্দেশনা দ্রুত এবং সকল পর্যায়ের অফিসার ফোর্সদের মধ্যে পৌছানো নিশ্চিত করার জন্যে এবং বিএমপির বিভিন্ন পর্যাযের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে তৈরী করা হয়েছে অনেকগুলো ওয়ার্কিং গ্রুপ যেমনঃ ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, টেলিগ্রাম গ্রুপ ইত্যাদি। ফলে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীন যোগাযোগ যেমন সহজ হয়েছে তেমনি দ্রুত যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে।

বিএমপি বরিশাল

১৯. সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সিটি সার্ভিলেন্স এর ব্যবস্থা ও মনিটরিং এর জন্য কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপনঃ বিএমপি' র আওতাধীন এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রন ও অপরাধরোধে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বিএমপি পুলিশ লাইন্সে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত একটি 'কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার' এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে যেখানে প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। এই মনিটরিং সেল চব্বিশ ঘন্টায় ডিউটিতে নিয়োজিত থেকে সমগ্র নগরবাসীকে নিয়ে এসেছে এক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আওতায়। নগরীর সমস্ত লোক ঘুমিয়ে গেলেও বিএমপি' র চোখ থাকে সদা জাগ্রত। বর্তমান কমিশনার মহোদয়ের এই উদ্যোগ অপরাধ প্রতিরোধে মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

বিএমপি বরিশাল/কেএমপি

২০.উদ্দীপনা ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম: প্রতিমাসে দাপ্তরিক ও অপারেশনাল ভালো কাজ, ভিকটিম উদ্ধার, মাদক উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল, ও অন্যান্য সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ পুলিশ কমিশনার মহোদয় বিশেষ পুরস্কার ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে যাচ্ছেন যা পুলিশ সদস্যদেরকে সর্বাধিক উৎসাহ প্রদান করাসহ ভালো কাজ করার প্রতিযোগীতা করার মানসিকতা তৈরীতে সহায়তা করেছে এবং জনবান্ধব সেবা প্রদানে প্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহের শনিবার পুলিশ সদস্যদের নৈতিকতা ও কাজের উৎসাহ বৃদ্ধিতে এবং পেশাগত চাপ নিরসনে উদ্দীপনা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বরিশালের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে বিএমপির বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ সদস্যরা নৈতিকতার শিক্ষা অর্জন করে থাকেন এবং সে অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন।

বিএমপি বরিশাল

২১. মাদক ও বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে নিয়মিত ব্রিফিংঃ ইউনিটের সদস্যদের মাদকের কুফল এবং তা থেকে দূরে থাকার জন্য নিয়মিত ব্রিফিং প্রদান এবং সরকারের গৃহীত নীতির আলোকে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে নিয়মিত প্রচারণা চালানো হয়।

এছাড়াও ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, এসিড নিক্ষেপ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও নিয়মিত ব্রিফিং প্রদান করা হচ্ছে।

এপিবিএন হেকোয়ার্টার্স

২২. Nikosh Font এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা : রেঞ্জ অফিসে আবশ্যিকভাবে সরকার নির্ধারিত Nikosh Font ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রেঞ্জাধীন সকল ইউনিট সমূহে বাধ্যতামূলকভাবে Nikosh Font ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট সমূহের Soft Copy ব্যবহারের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই ব্যবহার আবশ্যিক করা হয়েছে।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় , ঢাকা

২৩. ড্রাইভিং ও ট্রাফিক জ্ঞান বৃদ্ধি কল্পে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ : জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশের জন্য "ড্রাইভিং হ্যান্ড বুক" তৈরি করা হয়েছে, যা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য যুগোপযোগী গবেষণা প্রসূত "ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং" কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রথম বারের মতো ১৩০ জনকে "মাষ্টার ড্রাইভিং ট্রেইনারে" উন্নীত করা হয়েছে। প্রথম বারের মতো ট্রাফিক ট্রেইনারদের "TOT কোর্স" চালু করা হয়েছে। জনগণের ট্রাফিক জ্ঞান বৃদ্ধি, ট্রাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে টিডিএস এর নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ডিআইজির কার্যালয় ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা

২৪. ঘুষ, দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্তে তদারকি নিশ্চিতকরণ: ভেরিফিকেশন রিপোর্টের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সেল নম্বরে আকস্মিক ফোন দিয়ে ঘুষ প্রদান ও হয়রানির শিকার হয়েছে কি না এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিয়মিত ভুক্তভোগীদের সেল নম্বর সংগ্রহ করে যোগাযোগ করতঃ হয়রানি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। থানা এলাকায় ঘুষ, দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্তে বিভিন্ন সেমিনার ও গণসচেতনতামূলক আলোচনা সভার মাধ্যমে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। থানায় কর্মরত ডিউটি অফিসারের ব্যবহার সম্পর্কে আগত ব্যক্তিদের নিকট হতে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপারের কার্যালয় কক্সবাজার

২৫. ভিকটিম উদ্ধার সংক্রান্তে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণঃ- অপহরণ মামলার ভিকটিমকে উদ্ধারের জন্য তাৎক্ষণিক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ভিকটিমকে উদ্ধার হলে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা প্রদান করাসহ বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে অভিভাবকের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিকটিম এর জবানবন্দি আইনগতভাবে লিপিবদ্ধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপারের কার্যালয় কক্সবাজার

২৬. E-Traffic Prosecution & Fine Payment System এর ব্যবহার: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ও এটুআই প্রোগ্রাম এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহযোগিতায় ডেভেলপকৃত E-Traffic Prosecution & Fine Payment System এর আওতায় POS Machine এ মামলা রুজু ও U-Cash এর মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে।

কেএমপি খুলনা

২৭. মনিটরিং সেলের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করাঃ কেএমপি সদরদপ্তরে স্থাপিত মনিটরিং সেলের মাধ্যমে প্রতিদিন থানায় জিডি/মামলা/অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য আগত সেবা প্রার্থীদের ফোন করে সেবা পেতে কোন হয়রানির শিকার হয়েছেন কি-না তা মনিটর করা হয় এবং এ সংক্রান্তে কোন অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেএমপি খুলনা

২৮. ফোর্স মাল্টিপ্লিকেশন ধারণার প্রয়োগ : মাননীয় আইজিপি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান অবস্থায় অপ্রতুল জনবল দিয়ে কাম্য ও সাম্যের সুষম সমন্বয় ঘটিয়ে মাল্টি টাস্কিং (Multi tasking) কনসেপ্ট ডেভেলপ করে টিম বিল্ডিং (Team building) এর মাধ্যমে পুলিশিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

২৯. সেবার অগ্রাধিকার নির্ধারণ: অর্থনৈতিক কেন্দ্র (Economic hub) এবং জিডিপি নিয়ন্ত্রক (GDP regulator) হিসেবে গাজীপুর মহানগরে পুলিশ ও জনবলের আনুপাতিক হারে প্রচলিত সেবার অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Priority fixation) করে স্বল্পসময়ে সরঞ্জামের বিকাশ ঘটিয়ে (Tools develop) কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিদিন সকালে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিনিয়র কমান্ডারদের ব্রিফিং/ডি-ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

৩০. মাদক নির্মূলে "নবদিগন্ত" নামক রেজিষ্ট্রেশনকৃত একটি সমবায় সমিতি গঠন: পুলিশ সুপার, বরগুনা জেলা মহোদয়ের উদ্যোগে মাদক নির্মূলে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও দেশকে মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে বরগুনা জেলার ২২২ (দুইশত বাইশ) জন মাদকসেবী/ মাদক ব্যবসায়ী আত্মসমর্পন করেছে। যার মধ্যে ২২ জন মাদকসেবী এবং মাদকব্যবসায়ীদের নিয়ে "নবদিগন্ত" নামক রেজিষ্ট্রেশনকৃত একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ জন হয়েছে। সর্বমোট ৭৪ জন মাদকসেবী/ মাদক ব্যবসায়ীকে বরগুনা জেলা পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কাজের উপকরণাদি দিয়ে পুর্নবাসন করা হয়েছে। পুলিশের তত্ত্বাবধানে ৩৮জনসহ সর্বমোট ৬৪ জনকে মাদক নিরাময় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বরগুনা জেলা বর্তমানে মাদক নির্মূলের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে।

পুলিশ সুপার, বরগুনা জেলা

৩১. আধুনিক লাইব্রেরী গঠন: মানবিক মূল্যবোধ ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিসত্তা বিকাশ করে এটি সুশাসনের পথকে প্রশস্ত করে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটায়। তাই আইন-কানুনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ গঠনের প্রয়াসে পুলিশ সদস্যদের জন্য জিএমপি সদর দপ্তরে পাঁচ সহস্রাধিক বই এর সমারোহে একটি আধুনিক লাইব্রেরী গঠন করা হয়েছে। যাতে করে আমাদের মানবিক মূল্যবোধ স্তিমিত না হয়ে শাণিত হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

৩২. ডিওএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার: র‍্যাব ফোর্সেস এ কর্মরত সকল সদস্যদের ছুটি, জনবলের তালিকা, বদলী সিসি, রেশন চাহিদা, অস্থায়ী সংযুক্তিসহ ইত্যাদি কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করার জন্য উক্ত সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সেবা গ্রহণ সম্ভব হয়েছে।

র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর কুর্মিটোলা, ঢাকা

৩৩. অ্যালকোহল ডিটেক্টরসহ সড়কের নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: গাড়ীর চালক গাড়ী চালানোকালে মাদক গ্রহণ করেছেন কিনা তা সনাক্তের জন্য হাইওয়ে পুলিশ অ্যালকোহল ডিটেক্টর ব্যবহার করছে এর ফলে মহাসড়কে ড্রাইভারদের মাদক গ্রহণের প্রবনতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। এছাড়া ও যানবাহনের কাগজপত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে RFID এর ব্যবহার, ওভার স্পীড সনাক্তকরণে স্পীড গানের ব্যবহার, ওভার লোড নির্ণয়ে Digital Weight Station ব্যবহারসহ। অ্যান্ডার ভেহিকেল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ

৩৪. আসামীদের কে সার্ভিলেন্স করা: এটিইউ কতৃক তদন্তাধীন মামলাসমূহের নিবিড় তদারকি, প্রসিকিউশন ফলোআপ এবং জামিন প্রাপ্ত ও পলাতক আসামীদের কে সার্ভিলেন্স করা হচ্ছে।

এন্টি টেররিজম ইউনিট

৩৫. Counter Narrative এবং De-radicalization-সহ বিভিন্ন সফট, অ্যাপ্রোচ কার্যক্রম: Counter Narrative এবং De-radicalization-সহ বিভিন্ন সফট, অ্যাপ্রোচ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হচ্ছে।

এন্টি টেররিজম ইউনিট

৩৬. ডোপ টেস্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ: মাদকের কুফল সম্পর্কে সকল পুলিশ সদস্যদেরকে ব্রিফিং করা এবং নিয়মিত ডোপ টেস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এন্টি টেররিজম ইউনিট

৩৭. "Infrom ATU" অ্যাপস এর মাধ্যমে সেবাদান: Infrom ATU অ্যাপস এ আসা প্রতিটি অভিযোগ পর্যালোচনা পূর্বক সহকারী পুলিশ সুপারের মাধ্যমে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ এবং নিস্পত্তি করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এন্টি টেররিজম ইউনিট

৩৮. শিক্ষণীয় ডকুমেন্টারী প্রদর্শন: নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স Vedio Wall এর মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষণীয় বিষয়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়।

নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

৩৯. পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন/ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্তে কার্যক্রম সফটওয্যারের মাধ্যমে তদারকি করা :- আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে পাসপোর্ট আবেদন পত্র অনলাইনে অত্রাফিসে গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে থানা/ ডিএসবির ডিআইওদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়ে যথাসময়ের মধ্যে প্রতিবেদন অনলাইনে পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ

৪০. অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর মাধ্যমে সেবাদান: ঢাকা মহানগরে বসবাসরত সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। আবেদন প্রাপ্তির পর দ্রুততম সময়ে অনুসন্ধান করত: ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ফলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পেতে জনগণকে হয়রানির স্বীকার হতে হয় না। অনলাইন সফটওয়্যারে সকল নাগরিকদের সেবা প্রদান করা হয়।

ডিএমপি, ঢাকা

৪১. থানার কার্যক্রম তদারকি ও সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন সকল থানা ডিউটি অফিসারের কক্ষ, হাজত খানা, সেন্ট্রি পোস্ট, পুলিশ ফাঁড়ির কম্পাউন্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। থানা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় এনে পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। যার ফলে থানায় আগত সেবা প্রার্থীদের সাথে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য/অফিসারগণ কেমন আচরণ করছেন তা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জানা যায় এবং কোন ব্যাত্যয় ঘটলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়াও সকল থানার অফিসার ইনচার্জ সহ অন্যান্য অফিসারদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যার ফলে জনগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে।

ডিএমপি, ঢাকা

৪২. গ্রেফতারী পরোয়ানা পরিসংখ্যানে গড়মিল দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন থানাসমূহে জিআর, সিআর ও সাজা ওয়ারেন্ট যথাযথভাবে রেজিষ্টারে এন্ট্রি করার জন্য, ওয়ারেন্ট বাইরে থেকে বা অন্য Jurisdiction এর আদালত হতে সরাসরি থানায় আসলে থানা থেকে প্রসিকিউশন বিভাগে প্রেরণ করে প্রসেস রেজিষ্টারে এন্ট্রি করার জন্য, ওয়ারেন্ট রেজিষ্টারে যথাযথভাবে সকল ওয়ারেন্ট এন্ট্রি নিশ্চিত করার জন্য এবং কোন ওয়ারেন্ট হারিয়ে গেলে তা আদালত থেকে পুনরায় ইস্যু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল অফিসার ইনচার্জগণ একজন এসআই ও একজন এএসআই নিযুক্ত করে প্রতি মাসে প্রসিকিউশন বিভাগে প্রেরণ করে গড়মিল নিরসন করা হয়।

ডিএমপি, ঢাকা

৪৩. দীর্ঘদিন মূলতবী থাকা মামলা/অপমৃত্যু মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি ও তদন্তের জন্য সময় নির্ধারিত থাকা মামলা নিষ্পত্তি করা: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন থানাসমূহে দীর্ঘদিন মূলতবী থাকা মামলা/অপমৃত্যু মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার জন্য দীর্ঘদিন মূলতবী থাকা মামলার তালিকা তৈরি করে সেই মামলাগুলোকে অধিক গুরুত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী অফিসারকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে প্রথম সপ্তাহে থানা ও কোর্ট হতে আলাদা আলাদাভাবে তদন্তধীন নিয়মিত ও অপমৃত্যু মামলার মূলতবী তালিকা সংগ্রহ করে এক বছর ও ছয়মাসের উর্দ্ধে মামলা গুলোকে বিভাজন করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর তালিকা সংগ্রহপূর্বক যথাসময়ে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়। মামলার ডকেট পর্যালোচনায় যথাসময়ে তদন্ত নিষ্পত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের অবহেলা/গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মাদক, ভিসেরা, ডিএনএ ও বিস্ফোরক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে পেরণ করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মাদক মামলার ক্ষেত্রে আসামীর ফরওয়াডিং এর সাথে জব্দতালিকা ও আলামত পরীক্ষার জন্য আবেদন কোর্টে প্রেরণপূর্বক কোর্ট হতে আদেশ এবং ক্ষমতা পত্র সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক উহা বিশেষ বাহক মারফত প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, গেন্ডারিয়া, ঢাকায় পেরণ নিশ্চিত করা হয়।

ডিএমপি, ঢাকা

৪৪. সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল: উক্ত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ইউনিটটি পুলিশ সুপার এর কার্যালয়ে অবস্থিত। উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে সকল ধরণের নিখোঁজ জিডি তদন্ত, সকল ধরণের চুরি মামলা তদন্ত, সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত সকল ধরণের অপরাধ প্রতিরোধ, দমন এবং তদন্ত করাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভিআইপি/ভিভিআইপিদের অবস্থান/সফরকালীন নিরাপত্তায় প্রযুক্তিগত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনলাইন ভিত্তিক বিকাশ, রকেট, নগদ প্রতারণার টাকা উদ্ধারসহ ফেইসবুক/লাইকি/টিকটক অপরাধ দমনের নিমিত্তে ঝিনাইদহ জেলার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ইউনিট প্রশংসিত।

পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ

৪৫. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ: বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ জনগণের পাশে থেকে পুলিশি সেবাসহ মানবিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ঝিনাইদহ জেলায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ পূর্বক একটি পূর্নাঙ্গ পরিসংখ্যান তৈরী করা হয়েছে। উক্ত পরিসংখ্যানে আক্রান্তের উৎস, বয়স, পেশা, এলাকা (স্থায়ী ঠিকানা) চিত্রসহ বিশ্লেষণ করে জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সরবারাহ করা হয়েছে যা ঝিনাইদহ জেলাসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ

৪৬.সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা: স্কুল-কলেজ চলাকালীন সময়ে স্কুল-কলেজের পোষাক পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পার্ক/চিড়িয়াখানা/বিনোদন কেন্দ্রে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিশোর গ্যাংদের অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া ছেলেধরাসহ বিভিন্ন গুজব প্রতিরোধে আলোচনা সভা/মতবিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

আরপিএমপি, রংপুর